



375000 - পতির মানসিক বিকার কিংবা বারধক্যজনতি বুদ্ধভিন্নিষ্টিতা ঘটীর প্রকেষতিতে পতির সম্পদে
হস্তক্షপে করার হুকুম

প্রশ্ন

আমার পতির মানসিক বিকার ঘটীর পূর্ববে (আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দনি) ইয়মেনে বসবাসরত আমার চাচাতো ভাইকে বিভিন্ন
সময়ে কিছু কিছু করে অর্থ দতিনে। এখন পর্যন্ত এই অর্থরে পরিমাণ ৭৫ হাজার রয়ালে পৌঁছেছে। তিনি প্রতিবার তাকে
বলতনে: এই অর্থ দিয়ে অমুক কাজ কর। কিন্তু তাঁর নরিদশেটা নরিদশিট ছিল না। এমনকি শেষেবার তিনি তাকে একটা অংকরে
অর্থ দিয়ে বলছেন: আমি যদি মারা যাই তাহলে পশু জবাই করে সদকা করে দবি। আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে
যোগাযোগ করছি এবং তার কাছে যে অর্থগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেসে করছি। তিনি জানিয়েছেন যে, সে
অর্থগুলো দিয়ে তিনি কিছুই করেননি এবং তিনি সেই অর্থ আমাদরেকে ফরিয়ে দতিে প্রস্তুত। ইয়মেনে আমার পতির দললি
বহীন ছোট্ট এক খণ্ড জমি আছে। আমার পতির অনুরোধে আমার চাচাতো ভাইয়ের মাধ্যমে জমিটি কনো হয়েছে। প্রশ্ন
হলো: এই অর্থ হস্তক্షপে পদ্ধতি কি হবে? এই অর্থরে উপর হস্তক্షপে কি ইয়মেনে হওয়া উত্তম; নাকি আমাদরে
দেশে? এই অর্থ থেকে জমিটি দয়োল নরিমাণ করা কি আবশ্যিক? লেভীদরে কাছ থেকে জমিটিকে রক্ষা করার জন্য আমার
চাচাতো ভাই জমিটিতে দয়োল দতিে বলছেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তি ডিমিনেশিয়া, আলঝাইমার বা বুদ্ধি জড়তায় আক্রান্ত: তাকে তার সম্পদ রক্ষায় অক্ষম ঘোষণা করা হবে। তার
সম্পদ থেকে তার খরচাদি ও যাদরে খরচ বহন করা তার উপর আবশ্যিক তাদরে খরচাদি ছাড়া আর কনো কিছুতে ব্যয় করা যাবে
না।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“আহমাদ বলেন: বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির বুদ্ধি লিপে পলে তাকে অক্ষম ঘোষণা করা হবে। অর্থাৎ বয়স বেড়ে যাওয়ায় তার
মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটলে পাগলরে মত তাকে অক্ষম ঘোষণা করা হবে। কারণ এই মস্তিস্ক বিকৃতি নিয়ে সেই ব্যক্তি তার
সম্পদরে স্বার্থ রক্ষা ও সম্পদ সংরক্ষণ করতে অক্ষম। তাই এক্ষেত্রে সে নাবালগ ও উন্মাদরের মত।”[আল-মুগনী



(৬/৬১০) থেকে সমাপ্ত]

অক্ষম ঘোষণা করবনে বচিরক। যাকে অক্ষম ঘোষণা করা হলো তার উপর বচিরক একজন অভিবক নযুক্ত করবনে।

আমরা ইতপূর্ববে 202990 নং প্রশ্ননোত্তরে উল্লেখ করছে যি, যদি কোন শরয়ী কেরট না থাকে তাহলে ছলেরো এমন কাউকে মনোনীত করবনে যিনি সম্পদরে দায়তিব নবিনে ও সম্পদ সংরক্ষণ করবনে। এই অভিবকত্ব প্রাপ্য এমন ব্যক্তি যিনি অক্ষম ঘোষতি ব্যক্তরি নকিটতম ও তার স্বার্থকে বিচেনার ক্ষত্রে সর্বাধিক উত্তম।

দুই:

অভিবকরে উপর আবশ্যক অক্ষম ঘোষতি ব্যক্তরি স্বার্থ দেখো ও তার সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং তার ভরণপোষণ ও তার উপর যাদরে ভরণপোষণ দয়ো আবশ্যক সে খাত ছাড়া অন্য কোন খাতে ব্যয় না করা।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িয়াতে (৪৫/১৬২) এসছে:

“ফকিহবদিদরে মধ্যে মতভদে নাই যি, অক্ষম ঘোষতি ব্যক্তরি উপর নযুক্ত অভিবকরে ভবেচেনিতে ও সাবধানতা অবলম্বন ছাড়া এবং সে ব্যক্তরি স্বার্থরে অনুকূলে ছাড়া তার সম্পদ ব্যয় করা জায়যে নয়। যহেতু হাদসি এসছে: “ক্ষতি করা নয় এবং পাল্টাপাল্টা ক্ষতি করাও নয়।”

এর ওপর ভিত্তি করে তারা (ফকিহবদিগণ) শাখা মাসয়ালা নরিণয় করনে যি, অক্ষম ঘোষতি ব্যক্তরি উপর নযুক্ত অভিবকরে ঐ সব ক্ষত্রে হস্তক্ষেপে করার কোন অধিকার নাই যি সব ক্ষত্রে অক্ষম ব্যক্তরি কোন উপকার নাই; যমেন- বনি বনিমিয়ি উপহার দয়ো, ওসয়িত করা, দান করা, দাস আজাদ করা কথিবা বনিমিয়রে ক্ষত্রে প্রীতি দেখোনো (স্বাভাবকিরে চয়ে একটু বেশি দয়ো)। অভিবক যতটুকু সম্পদ দয়ি উপহার দয়িছে, সদকা করছে, দাস আজাদ করছে, প্রীতি দেখয়িছে, কথিবা প্রচলতি রীতির চয়ে বেশি খরচ করছে কথিবা কোন খয়োনতকারীকে প্রতপিল্যরে সম্পদ দয়িছে ততটুকু সম্পদ ক্ষতপূরণ দয়ো তার উপর আবশ্যক। যহেতু এগুলো হছে কোন বনিমিয় ছাড়া সম্পদরে ওপর থেকে ব্যক্তরি মালকানা বলিপ্ত করা। তাই এটি নরিটে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়।

ফকিহবদিদরে মাঝে এ নয়িও কোন মতভদে নাই যি, অভিবকরে কর্তব্য হলো তার প্রতপিল্য ও প্রতপিল্যরে উপর যাদরে খরচ বহন করা আবশ্যক তার সম্পদ থেকে প্রচলতি রীতি অনুযায়ী সে সে খরচ করা; কোন অপচয় বা কৃপণতা ব্যতিরেকে। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলনে: “এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না, আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।” [সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৬৭]

শাফয়ি ও হাম্বলি মাযহাবরে আলমেগণ আরকেটু বাড়ান: যদি কৃপণতা করে তাহলে গুনাহগার হবে, যদি অপচয় করে তাহলেও



গুনাহগার হবো এবং অবহেলার কারণে ক্ষতিপূরণ দাবি।[সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনার পতির সম্পদ রক্ষা করতে হবে। এর থেকে দান করা যাবে না। এর থেকে জমরি দয়াল দিতে কোন আপত্তি নাই। যহেতু এটি সম্পদ রক্ষার স্বার্থে।

মানারুস সাবলি গ্রন্থে (১/৩৮৮) বলেন: “অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও বকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিভাবকদের জন্য তাদের সম্পদে তাদের স্বার্থ ও কল্যাণ ছাড়া কোনরূপ হস্তক্ষেপে করা হারাম। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলছেন: “বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অনাথের সম্পদে কাছো যাবে না। যত্নে হলে শরীয়তসম্মত শ্রেষ্ঠতম পন্থায় যাবে।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৫২] নির্বোধ ও পাগল ইয়াতীমের হুকুমে অধিকৃত।[সমাপ্ত]

আর আপনার পতির মৃত্যুর পর পশু জবাই করে সেগুলো সদকা করে দেয়ার ওসয়িত করা সঠিক। তিনি আপনার চাচাতো ভাইকে সর্বশেষে যে অর্থ দিয়েছেন সে পরিমাণ অর্থ দিয়ে তার মৃত্যুর পর এটি বাস্তবায়ন করতে হবে; যদি এতটুকু অর্থ তার পরিত্যক্ত গোটো সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে গণ্ডিতে থাকে। আর যদি এক তৃতীয়াংশে বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশে ক্ষেত্রে ওয়ারশিদের অনুমতি লাগবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।